বিশ সাল বাদ . . .

ফ্রেন্ডশিপ ওয়াক - ২০তম বর্ষ পূর্তি

'কলকাতা রেইনবো প্রাইড ওয়াক'-এর ২০তম বার্ষিকী উদযাপন

২রা জুলাই, ১৯৯৯, ১৫ জনের একটি দল ১৯৬৯-র ২৯শে জুনে ঘটা স্টোনওয়াল প্রতিবাদ দিবস স্মরণে কোলকাতায় একটি পদযাত্রা করেন। এটাই ভারত তথা দক্ষিন এশিয়ার এলজিবিটি+ বা কুইয়ার সম্প্রদায়ের সর্বপ্রথম পদযাত্রা, এবং পরবর্তীকালে ভারতের নানা শহরে শুরু হতে থাকা কুইয়ার প্রাইড পদযাত্রাগুলির এটাই ছিল সূচনা। এক সময়ের এককালীন একটি উদ্যোগ আজ ভারতজুড়ে বিভিন্ন প্রান্তে সহশ্রাধিক জনসমাগমে এক আন্দোলনে পরিণত।

পটভূমি: ১৯৯৯-র ফেব্রুয়ারী তে হায়দরাবাদে অনুষ্ঠিত 'ইয়ারিয়াণ৯৯' কনফারেন্সে কুইয়ার কর্মী ওয়াইস খান কুইয়ার প্রাইড আয়োজনের ধারণা আলোচনা করেন। প্রাথমিকভাবে এই পদযাত্রা আয়োজনের উদ্দেশ্য ছিল কুইয়ার সম্প্রদায়ের অস্তিত্বের দৃশ্যমানতা তৈরী করা। রাজনৈতিকভাবে এই উদ্দ্যোগকে এক সম্মিলিত প্রয়াস হিসাবে তুলে ধরতে নামকরণ হয় 'ফ্রেন্ডশিপ ওয়াক '৯৯'। ঘটনাচক্রে এই পদযাত্রা অনুষ্ঠিত হয় যখন দেশ ১৯৮৯-৯৯ এ 'ফায়ার' চলচ্চিত্র বিতর্কে মশগুল, যা দেশব্যপী সমপ্রেমী আন্দোলনকে আরো প্রকাশ্যে নিয়ে আসে। ১৯৯৯ সাল সমপ্রেমী আন্দোলনের আরো একটি উল্লেখযোগ্য সুচনার সাক্ষী - 'সাফো' - পূর্বভারতের লেসবিয়ান, বাইসেক্সুয়াল মহিলা এবং রুপান্তরকামী পুরুষদের সংগঠনের শুরু।

'ফ্রেন্ডশিপ ওয়াক '৯৯' ছিল অতিসাধারন এক প্রয়াস, যা আজকের আয়োজিত পদযাত্রাগুলির মত বর্ণাঢ্য বা অতিরঞ্জিত ছিল না একেবারেই। ওই পদযাত্রায় অংশগ্রহনকারীরা কুইয়ার অস্তিত্ব সংক্রান্ত একটি লোগো সম্বলিত হলুদ টিশার্ট পরেছিলেন। ১৫ সদস্যের ওই দল সেদিন কলকাতার বিভিন্ন মানবাধিকার কর্মী, আইনজীবী, চিকিৎসক, নাগরিক সংগঠন, পশ্চিমবঙ্গ মানবাধিকার কমিশন, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য এইডস প্রতিরোধ এবং নিয়ন্ত্রণ সমিতির মতো সংস্থাগুলির সাথে সংযোগ স্থাপন করে সমপ্রেমীদের দ্বারা প্রতিদিন অর্জিত দৃশ্যমান এবং অদৃশ্য নির্যাতনের বিষয়ে সচেতনতা তৈরী করেন।

কুড়ি বছর পরে: 'ফ্রেন্ডশিপ ওয়াক ৯৯' মাত্র ১৫ জন ব্যক্তির (অধিকাংশ সমপ্রেমী এবং সমর্থক পুরুষ) সহযোগে সূচনা হলেও ভারতের সমপ্রেমী আন্দোলনে এর প্রভাব ছিল সুদূরপ্রসারী। ২০০৩ সালে কলকাতায় প্রাইড ওয়াক-এর পূনরুদযাপন হয়, এবং ২০০৮ থেকে অন্যান্য শহরেও রেইনবো প্রাইড ওয়াক শুরু হয়। এই উদ্যোগের প্রথম কয়েক বছর বহু সমপ্রেমী আন্দোলনের কর্মীদের বিভিন্ন শহরে/এলাকায় সমপ্রেমী সমন্বিত দল সংগঠিত করতে উৎসাহিত করে। আজ ফিরে তাকালে অনুভব করা যায় যে 'ফ্রেন্ডশিপ ওয়াক' সমপ্রেম সংক্রান্ত আলোচনার উদ্ঘাটনে এক অনস্বীকার্য ভূমিকা পালন করেছিল। আগামী ২৯ এবং ৩০শে জুন, ২০১৯, কলকাতা এবং শহরতলীতে আয়োজিত নানা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে উদযাপিত হতে চলেছে এর ২০ বছর পূর্তি উৎসব।

সাল ১৯৯৯ থেকে দীর্ঘ পথ চলার পর সমপ্রেমী/কুইয়ারদের সমান অধিকার আজও সর্বোতভাবে সুনিশ্চিত নয়। আজ ৩৭৭ ধারার মূলচ্ছেদের পরেও অনভিপ্রেত তকমা এবং ভেদাভেদের নির্যাতন আজও বহাল। কেন্দ্রীয় সরকারের রুপান্তরকামী আধিকার সংক্রান্ত বিল পাশের পরিকল্পনা এবং তার ভারতের সংবিধান ও ২০১৪-র সুপ্রিম কোর্টের নালসা নির্দেশনামার সাথে দ্বন্দ্ব এমন নানা উদ্বেগের মধ্যে একটি বিষয়মাত্র যার প্রতিরোধ সংগঠন প্রয়োজন।

উৎসব উদযাপনে সামিল হয়ে এই বিষয়গুলিকে জনসমক্ষে আলোচ্য করে তোলার; উদ্দীপিত করার, একাত্মীকরন এবং প্রতিরোধ গড়ে তোলার এই মহাযজ্ঞে আপনাকেও রইল আমন্ত্রণ।

আরো তথ্য জানতে: দেখুন friendshipwalk20.wordpress.com বা ইমেইল করুন vartablog@gmail.com.